অ - সাধারণ আরব্যরজনী

ন্যায় বিচার

মিঠু ঘোষাল

একবার এক সুন্দর রাতে খলিফা হারুন অল রশিদের মন খুব খারাপ ছিলো। কিছুই ভালো লাগছিলোনা। বুকে যেন কিসের ভার। চোখে ঘুম নেই। তো খলিফা শেষকালে উজির জাফর ও দেহরক্ষি মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে সওদাগরের ছদ্মবেশ ধরে বেরিয়ে পড়লেন প্রাসাদের বাইরে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তাঁরা এসে হাজির হলেন টাইগ্রিস নদীর তীরে। খলিফার মনে সাধ জন্মালো নৌকা ভ্রমণের। সেই নির্দেশ পেয়ে জাফর এক বুড়ো মাঝিকে নৌকা থেকে ডেকে তুললেন ও দিনারের বিনিময়ে তার নৌকায় সকলে মিলে চড়তে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু উত্তরে সে যা বললো তা শুনে তো শুধু জাফর কেন স্বয়ং খলিফাও একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন। নাকি খলিফা নিজে তখন নৌকা বিহার করছেন। উজির জাফর,দেহরক্ষি মাসরুর,চাকর,বাঁদি,নর্তক,নর্তকী,গায়ক,গায়িকা,আরও কত লোকলস্করকে সঙ্গে নিয়ে । এবং তিনি এই ফরমানও জারি করেছেন যে কেউ এখন নদীতে থাকলে তাকে কোতল করা হবে। বলে সে খলিফার সচিব যে ফরমান ঘোষনা করতে করতে চলেছে,তাও শুনিয়ে দিলো। খলিফা,উজির জাফর,দেহরক্ষি মাসরুর তিনজনে স্বকর্ণে সে ঘোষনা শুনলেনও; যে' সে মুহূর্তে কেউ ঐ নদীতে নৌকা চালালে তাকে মাস্তুলে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হবে।' বিস্মিত খলিফা তখন জাফরকে বললেন''কী ব্যাপার বলো তো জাফর? এমন কোনও আদেশ তো আমি দিইনি। আর গত ১ বছরে এই নদীতেও আসিনি। তাহলে কে এখন আমি সেজে নৌকাবিহার করছে?''। উদ্বিগ্ন খলিফার আদেশে সত্য জানার অভিপ্রায়ে জাফর সেই বৃদ্ধ মাঝিকে দু দিনার দিয়ে বললেন''নদীর মধ্যে যে প্রায় ডুবুডুবু খিলান,তার আড়ালে আমাদের নিয়ে চলো। ওখান থেকে খলিফার নৌকার সব কিছু আমরা দেখতে পাব,কিন্তু, ওঁরা কেউ আমাদের দেখতে পাবেননা।'' বুড়ো না না করে শেষ পর্যন্ত রাজী হল। তাঁদের কথা মতো লুকিয়ে যথা স্থানে এনে কালো কাপড়ে সকলকে ঢেকেও দিলো। খলিফা দেখলেন যে সামনের বজরায় প্রচুর দাসদাসী,পাহারাদার। আর মাঝখানে বিরাট একটা মঞ্চে সোনার সিংহাসন। তাতে বসে সুদর্শন এক যুবক। তার পাশে দাঁড়িয়ে একজন ঠিক জাফরের মতো দেখতে। আর,মাসরুরের মতোও একজন খোলা তলোয়ার হাতে অন্য পাশে দাঁড়িয়ে। খলিফা দেখে বললেন ''মনে হচ্ছে ছেলেটি আমাদেরই বংশের কেউ। হয় অল মামুন নাহয় অল আমিন। আর সঙ্গী দুজনকে তো ঠিক তোমার আর মাসরুরের মতোই দেখতে,জাফর! আর,মাইফিলটাও যেন আমার মাইফিল! কী ব্যাপার বলো তো?'' জাফর নিজেও তো একেবারে হতবাক। তিনি আর কী জবাব দেবেন! যাই হোক, তাঁরা সকলে তীরে ফিরে এলেন। সেখানে মাঝির কাছ থেকে জানা গেল যে গত এক বছর ধরে এই ফরমানই নাকি জারি করা হচ্ছে প্রতি দিন। তাঁরা আবার পরের দিনের জন্য মাঝিকে রাজী করিয়ে সে দিনের মতো ফিরে গেলেন। পরের পুরো দিনটা খলিফা যে কী প্রচন্ড

অ - সাধারণ আরব্যরজনী

উদ্বেগ নিয়ে কাটালেন,তা একমাত্র তিনিই জানেন। রাত নামতেই উজির,দেহরক্ষীকে নিয়ে ফের বেরিয়ে পড়লেন টাইগ্রিসের তীরে যাবেন বলে। সেখানে গিয়ে কথা মতো সেই বৃদ্ধ মাঝির নৌকায় চড়ে নদীতে গিয়ে উপস্থিত হন তাঁরা। লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন সেই বিচিত্র আগন্তুকের জন্য। এক সময় সেই আলো ঝলমলে বজরা দৃশ্যমান হয়। খলিফার আদেশে জাফর এবার মাঝিকে আরও বেশী দিনার দিয়ে নৌকাটাকে লুকিয়ে বজরার ঠিক পিছনে নিয়ে যেতে বলেন। মাঝি তাইই করে। তারপর নৌকাটা বজরার পিছনে পিছনে চলে চলে একটা বাগানে এসে হাজির হয়। বাগানে একটা ঘাট ছিল। বজরার সেই যুবক নিজের দলবল নিয়ে সেই ঘাটে নামলো। একটু পরে খলিফাও নামলেন উজির,দেহরক্ষীকে নিয়ে;অনুসরণ করে চললেন সেই যুবক ও তার দলবলকে। কিন্তু হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন তার সেপাইদের কাছে। সেপাইরা তাঁদের ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো নিজেদের মালিকের কাছে। খলিফা তার সামনে এই বলে কেঁদে পড়লেন যে তাঁরা বিদেশী বণিক। না জেনে এখানে এসে পড়েছেন। তাই তাঁদের যেন ক্ষমা করা হয়। যুবকটি ঔদার্য দেখিয়ে সত্যিই তাঁদের ক্ষমা করে দিল। শুধু তাই নয়,তাদের মাইফিল দেখার অধিকারও দিল।

প্রথমে এলাহি খাওয়া দাওয়া হল। তার পরে এল শরাব। কিন্তু, খলিফার ও জিনিসে অনীহা। তিনি তা জানাতেই যুবকটি তাঁর জন্য পেস্তার শরবত আনিয়ে দিল। এরপর সেই নকল খলিফা হাতের ছড়িটা তিনবার ঠুকলো। সঙ্গে সঙ্গে দুজন নিগ্রো দাস একটা হাতির দাঁতের সিংহাসনে বসিয়ে এক শ্বেতাঙ্গনাকে আনলো। এসেই সে বাজনা বাজিয়ে শুরু করে দিলো গান। আর তার গান থামতেই ঘটলো এক অদ্ভুত ঘটনা। যুবকটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠে নিজের পোশাক ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে অজ্ঞান হয়ে গেল। আর খলিফা দেখতে পেলেন ছেলেটির সারা দেহে চাবুকের দাগ। দেখে খলিফার ধারনা হল ছেলেটি নিশ্চয়ই দাগী আসামী। তিনি জাফরকে সে কথা বললেনও। যাই হোক,প্রহরীরা ছুটে এসে নিজেদের পোষাক দিয়ে তার দেহ ঢেকে দিল। তারপর,সেবার দ্বারা জ্ঞান ফিরিয়ে এনে শাহী পোশাক ইত্যাদি পরিয়ে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলো। আর তখন সে দেখতে পেল যে খলিফা আর জাফর নিজেদের মধ্যে কী সব যেন বলা কওয়া করছেন। স্বাভাবিক ভাবেই সে সেই সম্পর্কে তাঁদের কাছে কৈফিয়ত দাবী করলো। তখন খলিফার হয়ে জাফর একটা শায়েরি বলে যুবকটির বন্দনা করে বললেন যে ঐ দশ হাজার দিনারের পোশাক এক নিমেষে ছিঁড়ে ফেলেও যুবকটির মুখে চোখে যখন কোনও আক্ষেপের চিহ্ন মাত্র নেই,তখন বোঝাই যাচ্ছে যে খোদা তাকে কত দিয়েছেন! শুনে খুশী হয়ে যুবকটি খলিফাকে ১হাজার দিনার ও দামী একটা পোশাক উপহার দিলো। কিন্তু,খলিফা ও জাফর ফের ফিসফাস শুরু করলেন। যুবকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো যে কী নিয়ে তাঁরা দুজন গোপনে আলোচনা করছেন! তখন জাফর বললেন''আমার বন্ধু আপনার দেহের চাবুকের দাগ দেখে দুঃখ পেয়েছেন। তিনি ওর ইতিহাস জানতে চান।'' যুবকটি এর উত্তরে জানালো যে,অন্য কেউ হলে সে তার গর্দান নিতো। কিন্তু বিদেশীদের কাছে সে কোনও কথা লুকোবেনা। বলে বললো যে সে খলিফা হারুন অল রশিদ নয়। তার নাম মহম্মদ আলি। তার বাবা এক বিরাট

জহুরি ছিলেন। ছেলের জন্য অগাধ সম্পত্তি রেখে তিনি মারা যান। আর, তারপরই ঘটে এক ঘটনা। - ছেলেটি একদিন নিজের দোকানে বসেছিলো; এমন সময় এক অপরূপা সুন্দরী আরও দুটি মেয়েকে নিয়ে সেখানে এলো। মেয়েটি একটি ছোট মানতাসা চাইলো। আলি অনেকগুলো দেখালো। মেয়েটির যেটা পছন্দ হল,সেটার দাম ১লাখ টাকা। মেয়েটির রূপে মুগ্ধ আলি দাম নিতে চাইলোনা। তখন মেয়েটি নিজেই সেটার দাম ধার্য করলো-১লাখ৫হাজার টাকা। এবং আলিকে বললো গয়নাটা নিয়ে তার প্রাসাদে গিয়ে দামটা নিয়ে আসতে। আলি নিজের দোকানের এক কর্মচারীকে পাঠালো মেয়েটিকে অনুসরণ করে তার প্রাসাদটা দেখে আসতে। পরের দিন কথা মতো নিজেই গেলো গয়নাটা নিয়ে। গয়নাটা দাসী তার হাত থেকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলো। এবার,গয়নাটা পরে,সিংহাসনে চড়ে নিজে উপস্থিত হল মেয়েটি এবং নিজের পরিচয় দিলো। সে খলিফা হারুন অল রশিদের উজির জাফরের ছোট বহিন। শুনে তো আলির হাত পা ঠান্ডা। তখন মেয়েটিই তাকে আশ্বস্ত করলো এবং দিলো শাদির প্রস্তাব। আলি তো লুফে নিলো সে প্রস্তাব এবং তক্ষুনি সাক্ষি সবুত সমেত তাদের শাদিও হয়ে গেলো। আলি ব্যবসা ছেড়ে,সেখানেই কাটিয়ে দিলো একটি মাস। তারপর,একদিন মেয়েটি গেলো হামামে আর আলিকে বলে গেলো যে সে ফিরে এসে যদি আলিকে দেখতে না পায়,তো তুলকালাম বাঁধাবে। আলিও তো তাকে চোখে হারাতো। তাই সে হেসে তাকে সম্মতি জানিয়ে বিদায় দিলো। কিন্তু,ঠিক তার পরেই ঘটলো এক অঘটন। এক বৃদ্ধা এসে তাকে খবর দিলো যে খলিফার বেগম জুবেদা তাকে তলব করেছেন। আলি বৃদ্ধাকে তার প্রতিজ্ঞার কথা জানালো। কিন্তু,বৃদ্ধা বললো যে এই রাজ্যের অধিবাসী হিসাবে সে নিশ্চয়ই বেগম সাহেবার রাগের কথা জানে! যদি সে বেগমের হুকুম না মানে তো তার যে গর্দান যেতে পারে,সে কথা তার বোঝা উচিত! অগত্যা কী আর করা,যেতেই হল আলিকে। বেগম জুবেদা তাকে দেখে বলেন''জাফরের বহিন এত সুন্দর একটা বর জোগাড় করেছে! এলেম আছে তো!'' এরপর তিনি জাফরের কাছ থেকে একটা গান শুনতে চাইলেন। জাফর শোনালোও একটা গান। শুনে বেগম সাহেবা খুব প্রশংসা করলেন। জাফর খুশী মনে ফিরে এলো। এসে দেখলো যে তার স্ত্রী উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সে তার কাছে ক্ষমা চাইলো। আর তার স্ত্রী লাফিয়ে উঠে এক নিগ্রোকে ডেকে তার গর্দান নিতে আদেশ দিলো। কিন্তু,নিগ্রো সেই আদেশ পালন করার আগেই অন্য দাসদাসীরা এসে তাকে ধরে ফেললো। দাসদাসীরা মালকিনের পা ধরে কেঁদে রেঁদে বলতে লাগলো''বেগম জুবেদা যে আপনার শত্রু,তিনি যে আপনাকে জব্দ করার জন্য বাহানা খুঁজতে থাকেন,সে কথা আলি সাহেব জানবেন কী করে বলুন? তিনি যা করেছেন,তা সম্পূর্ণ অজান্তে। তাই দয়া করে তাঁকে ক্ষমা করুন।''তাদের কান্না শুনে আলিকে তার স্ত্রী প্রাণে মারলানা কিন্তু ঐ নিগ্রোকে দিয়ে চাবুক আর লাঠির মার খাইয়ে তার হাড় গুঁড়িয়ে দিলো। এই ঘটনার পর সুস্থ হতে আলির অনেক দিন সময় লেগেছিলো। তারপর কিছুদিন ব্যবসা নিয়ে মেতে থাকলেও ঐ ঘটনাটা তাকে তাড়িয়ে মারতো। তাই একদিন সে নিজের ব্যবসাটা বেচেই দিলো। তারপর প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে এই রকম অদ্ভুত উপায়ে সে সেই জ্বালা মেটাতে চেষ্টা করতে লাগলো। -- সব শুনে খলিফা তো সেদিনকার

অ - সাধারণ আরব্যরজনী

মতো চলে এলেন। কিন্তু,পরের দিন নিজের দরবারে ডেকে পাঠালেন যুবকটিকে। সে এলে তাকে বললেন যে সে তার যে জীবনকথা গতকাল দুজন অচেনা বিদেশীকে শুনিয়েছে,তা যেন সে আজ তাঁকে শোনায়। সে সঙ্গে সঙ্গে খলিফার কাছ থেকে অভয় চেয়ে নিলো। তারপরে শোনালো সব কথা। খলিফা এরপর বললেন ''তুমি কি তোমার বিবিকে ফিরে পেতে চাও?''সে সাগ্রহে বললো ''হ্যাঁ।''খলিফা সেই মেয়েটিকে ডেকে এনে বললেন ''মহম্মদ আলি বলে কাউকে তুমি চেনো?''সে কোনও উত্তর দিলোনা। খলিফা বললেন ''আমি তার সঙ্গে তোমার নিকাহ দিতে চাই। তুমি রাজী?''সে হেসে বললো ''হ্যাঁ আমি রাজী।''এরপর খলিফা আলিকে নিজের আমির বানিয়ে নিলেন। ধুমধাম করে তাদের বিয়েও হয়ে গেলো। তারপর,খলিফার আশ্রয়ে থেকে তারা সুখে জীবন কাটাতে লাগলো।

মিঠু ঘোষাল।
গভর্ণমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং এস্টেট। ব্লক- কিউ। ফ্ল্যাট নম্বর-১৩।
বজবজ।কলকাতা-৭০০১৩৭। ফোন নম্বর- ০৩৩২৪৭০-
৩৬৩৭,০৩৩২৪৯২৪৩৪১।মোবাইল নম্বর- ৯২৩১৮১১৫৩৬,৮৯৬১৩২৬০০৮।